দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 02 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নানা অনিয়মের স্বর্গরাজ্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও নানা আর্থিক অনিয়মের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই অধিদপ্তরে প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সরকারের সার্বিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। ১৯৯২ সালে গঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে লোক নিয়োগ করা হয়েছে বিধি বহির্ভূতভাবে। টেন্ডার ছাড়া বই ছাপানো হয়েছে কোটি কোটি টাকার। যেসব বই মানসম্মত না হওয়ায় গচ্চা গেছে প্রচুর টাকা। এ নিয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে মামলাও হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কয়েক দফা অভিযোগও গেছে। সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানায়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৯৯৩ সালে এককালীন ২০ লাখ টাকার এবং '৯৪ সালে এককালীন প্রায় ৫ কোটি টাকার বই ছাপানো হয়েছে টেন্ডার ছাড়াই। এ বিষয়ক কিছু অভিযোগ দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে বিচারাধীন রয়েছে। পরবর্তীতে আরো কয়েক দফা বই ছাপানো হয় সরকারি নিয়মনীতি না মেনেই। ফলশ্রুতিতে বই ছাপা হয়েছে নিম্নমানের কাগজে। সম্প্রতি এরকম একটি অনিয়ম ধরা পড়ে ডায়নামিক প্রিন্টার্স-এর কাছ থেকে। এই প্রতিষ্ঠানটি ছাপানো ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪শ' বই নিম্নমানের বই বাতিল করা হয় চলতি বছরে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের অভিযোগ ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালকের বিরুদ্ধেও এইসব অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান মহাপরিচালক খন্দকার শহিদুল ইসলাম, ১৯৯৩ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এই দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে তিনি দায়িত্বে ছিলেন। এটিই পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয়। পরে তিনিই মহাপরিচালক হিসেবে পদায়ন হন। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের পিএস হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিন মাস অন্যত্র দায়িত্ব পালনের পর তার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ৩ বছরের চাকরির ধারাবাহিকতা ভেঙে যায়। এ সুযোগে তিনি আবার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে গ্রাম পর্যায়ে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগে নিয়মনীতি মেনে চলা হয়নি, ফলে এই পদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ পেয়েছে বিএনপি'র কর্মী বা মাঠ পর্যায়ের নেতা। তাই সরকার পরিবর্তনের পর পরই নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচির কাজে ভাটা পড়েছে। অপর এক সূত্র জানায়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নব্য সাক্ষরদের জন্যে 'চেতনা' নামে একটি দেয়াল পত্রিকা বের করা হতো। পত্রিকাগুলো যেতো কর্মসূচি এলাকার গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বর্তমান মহাপরিচালক (তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক) খন্দকার শহিদুল ইসলাম। একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক মুদ্রণের ব্যবস্থা থাকলেও সম্পাদকের সম্মানি হিসেবে খন্দকার শহিদুল ইসলাম প্রতিমাসে ৭ হাজার টাকা করে সম্মানি নিতেন। যদিও একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার এ টাকা নেয়ার কোন বিধান নেই। ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে।

ফলোআপ এবং প্রতিবাদ ঃ নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর লাখ টাকার বই পোড়ানো সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন দাখিল করেনি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে গত ২২শে অক্টোবর বই পোড়ানোর জবাব চেয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর চিঠি দেয়া হয়েছিল। চিঠিতে ২৬শে অক্টোবরের মধ্যে ঐ ঘটনার পূর্ণ প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। ২৭শে অক্টোবর এই প্রতিবেদন সচিবের কাছে যাওয়ার কথা অথচ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কোন প্রতিবেদন পাঠানো হয়নি বলে জানা গেছে। অন্যদিকে গত রোববার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার শহিদুল ইসলাম ''সংবাদ''-এ একটি প্রতিবাদ পাঠান। এই প্রতিবাদের একটি কপিই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে পাঠানো হয়। ''সংবাদ''-এ পাঠানো প্রতিবাদে জানানো হয়, ডায়নামিক প্রিন্টার্স উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১ লাখ ৫২ হাজার ৪শ'টি নিম্নমানের বই সরবরাহ করে তার মধ্যে ৯১ হাজার ৫শ'টি নিউজ প্রিন্টের এবং ৬০ হাজার ৯শ'টি সাদা নিম্নমানের কাগজ ছিল। কার্যাদেশের নির্ধারিত মানের বই না হওয়ায় সরবরাহকৃত বইগুলো গ্রহণ না করে ১৭ লাখ ২২ হাজার ৭৬ টাকা ও পারফরমেন্স গ্যারান্টি ১ লাখ ৭৫ হাজার ৯শ' টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রেসটিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। ডায়নামিক প্রেসের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়নি তা ধানমন্ডি ২৭নং রোডস্থ অফিসে সংরক্ষিত আছে।

প্রতিবাদ লিপিতে আরো বলা হয়, ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় লালমাটিয়াতে স্থানান্তরের সময় কিছু বই উইপোকায় নষ্ট করে ফেলে। তাছাড়া '৯৬ সালে ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডের নতুন অফিসে নিচতলায় সুয়ারেজ লাইন ফেটে গিয়ে কিছু বই পানিতে ভিজে যায়। উইপোকায় বিনষ্ট ও পানিতে ভিজে যাওয়া বই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১ লাখ ৩৬ হাজার ২শ' ৪৪ টাকার বই ও স্টেশনারি দ্রব্যাদি অনুপযুক্ত বলে প্রতিবেদন দেয়। পরে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে সেসব বই পুড়িয়ে ফেলা হয়।